ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

সরকারি জলমহাল আইন, ২০২৬ (খসড়া)

টিআইবি'র পর্যালোচনা এবং সুপারিশ

ক্রম	প্রস্তাবিত বিধিমালা	পর্যালোচনা ও সুপারিশ
১	ধারা ২ (১৩) 'মৎস্যজীবী' বলিতে যিনি প্রাকৃতিক উৎস হইতে মৎস্য আহরণ করিয়া প্রধানত জীবিকা নির্বাহ করেন এমন ব্যক্তিকে বুঝাইবে, তবে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত না হইলে কোনো ব্যক্তি এই অধ্যাদেশের অধীন কোনো মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সদস্য হইবার কিংবা জলমহাল ইজারা প্রক্রিয়ায় দরপত্র দাখিল করিবার যোগ্য হইবেন না;	**পর্যালোচনা:** - মৎস্যজীবীর সংজ্ঞার সাথে 'তবে' শব্দগুচ্ছ দিয়ে পরের অংশ যুক্তকরার মাধ্যমে একই ধারার আওতায় মৎস্যজীবী সমবায় সমবায় সমিতির সদস্য হওয়ার যোগ্যতা অযোগ্যতার বিষয়টি যুক্ত করা হয়েছে। ফলে মৎস্যজীবীর সংজ্ঞা এবং মৎস্যজীবী সমবায় সমবায় সমিতির প্রার্থীতার যোগ্যতা অযোগ্যতার দুইটি বিষয় একত্রিত হয়েছে যা মৎস্যজীবীর সংজ্ঞাকে সহজে বোধগোম্য না কওে আরও জটিল করেছে। - "মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত না হইলে কোনো ব্যক্তি এই অধ্যাদেশের অধীন কোনো মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সদস্য হইবার কিংবা জলমহাল ইজারা প্রক্রিয়ায় দরপত্র দাখিল করিবার যোগ্য হইবেন না" সংক্রান্ত ধারাটি অর্ন্তভুক্তিমূলক নয়। বিশেষ করে, প্রথাগতভাবে মৎস্য আহরণ করে জীবিকা নির্বাহকারী অনেক মৎস্যজীবী কমিউনিটি (ঐতিহ্যগতভাবে বা বংশপরম্পরায় প্রাকৃতিক উৎস হইতে মৎস আহরণ করে জীবিকা নির্বাহ করেন এমন বিভিন্ন জনগোষ্ঠী যেমন জলদাস, মালো, কৈবর্ত, বর্মন প্রভৃতি জনগোষ্ঠী ও তাদের সদস্য) মৎস্য অধিদপ্তরের নিবন্ধন গ্রহণ করেন না। কিন্তু তারা পারিবারিক, ঐতিহাসিক এবং প্রথাগতভাবে হাওড়, বাওড়, বিল, নদী এবং জলাভূমি থেকে মৎস্য আহরণ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। এমন কমিউনিটিকে এই সংজ্ঞায় অর্ন্তভুক্ত করা হয়নি। - মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত হওয়া তৃণমূল পর্যায়ের মৎস্যজীবীদের জন্য জটিল ও দুরুহ। মৎস্য অধিদপ্তর থেকে নিবন্ধন এবং জেলেকার্ড পেতে দুর্নীতি ও বিভিন্ন প্রকার হয়রানির শিকার হয়ে থাকে। বাস্তবে ঐতিহ্যগতভাবে বা বংশপরম্পরায় প্রাকৃতিক উৎস হইতে মৎস্য আহরণ করে জীবিকা নির্বাহ করেন এমন বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মৎস্য অধিদপ্তরের নিবন্ধনের মতো জটিল প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে সমিটির সদস্যপদ গ্রহণ বা নিজেরা একত্রিত হয়ে আলাদা ভাবে মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি গঠন করার মতো সামাজিক এবং আর্থিক সক্ষমতা নেই। তারা সেই স্তরের সুসংগঠিত নয়। এই সুযোগে রাজনৈতিক এবং আর্থিকভাবে প্রভাবশালী ব্যক্তিরা মৎস্য অধিদপ্তর, জেলা প্রশাসন এবং প্রতিষ্ঠিত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সাথে যোগসাজসে জলমহাল ইজারা প্রক্রিয়াতে অংশগ্রহণ করে। এবং বাস্তবে তারাই জলমহাল ইজারা পেয়ে থাকেন।

ক্রম	প্রস্তাবিত বিধিমালা	পর্যালোচনা ও সুপারিশ
		- কার্যত এই ইজারা প্রক্রিয়ার মাধ্যেমে প্রকৃত মৎস্যজীবী এবং জেলে গোষ্ঠী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের স্থানীয় সম্পদে (কমন প্রোপার্টিতে) অভিগম্যতা হ্রাস পায়। অনেকক্ষেত্রে তারা তাদের জীবিকা পরিবর্তন করতে বাধ্য হন। **সুপারিশ:** - মৎস্যজীবীর সংজ্ঞা আলাদা ধারায় প্রদান করতে হবে। মৎস্যজীবীর সংজ্ঞা আরও স্পষ্ট করতে হবে। বিশেষকরে, ঐতিহ্যগতভাবে বা বংশপরম্পরায় প্রাকৃতিক উৎস হইতে মৎস আহরণ করে জীবিকা নির্বাহ করেন এমন জনগোষ্ঠী যেমন জলদাস, মালো, কৈবর্ত, বর্মন ইত্যাদি জনগোষ্ঠীকে এই সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। - মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির প্রার্থীতার যোগ্যতা অযোগ্যতা আলাদা একটি ধারায় প্রদান করতে হবে। - জলমহাল ইজারা প্রক্রিয়ায় দরপত্র দাখিলের যোগ্যতা অযোগ্যতার ক্ষেত্রে ঐতিহ্যগতভাবে বা বংশপরম্পরায় প্রাকৃতিক উৎস হইতে মৎস্য আহরণ করে জীবিকা নির্বাহ করেন এমন জনগোষ্ঠীগুলো এবং তাদের সদস্যদের মৎস্য অধিদপ্তরের নিবন্ধনের আওতামুক্ত রেখে মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সদস্য হওয়ার পদ্ধতি/উপায় তৈরি করতে হবে যেন তারা জলমহাল ইজারা প্রক্রিয়ায় অর্ন্তভুক্ত হতে পারেন এবং তাদের প্রথাগত জীবিকা এবং কাস্টমারি রইটস/ প্রথাগত অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।
২	ধারা ৪: সরকারি জলমহালের মালিকানা, নিয়ন্ত্রণ ও রেকর্ডীয় সুরক্ষা	**পর্যালোচনা:** - ধারা ৪ এর আওতায় সরকারি জলমহালের মালিকানা, নিয়ন্ত্রণ ও রেকর্ডীয় সুরক্ষার কথা বলা হলেও জলামহাল বিষয়ক জাতীয় তথ্যভান্ডার সম্পর্কে কিছু উল্লেখ নেই। **সুপারিশ:** - ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক জলমহাল সংক্রান্ত একটি জাতীয় তথ্যভান্ডার প্রস্তুতসংক্রান্ত একটি পৃথক ধারা সংযোগ করতে হবে যার আওতায় জেলা ও উপজেলাভিত্তিক সরকারি জলাশয়ের ধরণ, পরিমাণ, সীমানা, ইজারা প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান এবং টাকার পরিমাণসহ ইজারা সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য সংরক্ষণ এবং তা নিয়মিত হালনাগাদ করার নির্দেশনা প্রদান করতেহবে। এই জনসম্পদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতের জন্য তথ্যভান্ডারটি জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।
৩	ধারা ৪ (৩) জলমহাল বন্ধ বা উন্মুক্ত যাহাই হোক সরকারের অন্য কোনো মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর, অধিদপ্তর বা সংস্থা কর্তৃক জনস্বার্থে কোনো উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করিতে হইলে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সম্মতি গ্রহণ করিতে হইবে।	**পর্যালোচনা:** - 'জনস্বার্থে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন' শব্দগুচ্ছের ব্যাপক অপব্যবহার/ব্যবহারের উদাহরণ রয়েছে। জলমহালের মতো একটি পরিবেশগত সংবেদনশীল বিষয় সংক্রান্ত আইনে 'জনস্বার্থে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন' কার্যত জলমহালের রাস্তা, বাঁধ, সেতুসহ

ক্রম	প্রস্তাবিত বিধিমালা	পর্যালোচনা ও সুপারিশ
		নিয়মিত উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার আইনি ভিত্তি তৈরি করবে যা পরিবেশ ও প্রতিবেশের ক্ষতির ঝুঁকি আরও বৃদ্ধি করবে। **সুপারিশ:** - ভবিষ্যতে জলমহালে/জলাভূমিতে নিয়মিত উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ হ্রাস করতে এবং এই ধারাটির অপপ্রয়োগ বন্ধ করতে 'জনস্বার্থে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন' শব্দগুচ্ছের পরিবর্তে 'প্রতিবেশ ও পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য কার্যক্রম বাস্তবায়ন করিতে হইলে পরিবেশ মন্ত্রণালয় ও ভূমি মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় করে ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মতামত সাপেক্ষে করিতে হইবে' এমন শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করতে হবে।
৪	ধারা ৫ (২) কোনো উন্মুক্ত জলমহালের উপর ব্রিজ নির্মাণ করা হইলে, ব্রিজের দৈর্ঘ্য কোনোভাবেই উক্ত জলমহালের বিগত সময়ের সর্বোচ্চ পানি প্রবাহকালের প্রশস্ততার চাইতে কম হইবেনা বা ব্রিজের তলদেশ নদীর বিদ্যমান তলদেশ হইতে কোনোক্রমেই উপরে হইবে না।	**পর্যালোচনা:** - সংশ্লিষ্ট আইনটি সুনির্দিষ্ট করা এবং এসংক্রান্ত নির্দেশনাটি উল্লেখ করা হয়নি। **সুপারিশ:** - জলমহালের ওপর ব্রিজ নির্মাণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আইনের (অভ্যন্তরীণ জলপথ ও তীরভূমিতে স্থাপনাদি নির্মাণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০১০; বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩) সাথে সামঞ্জস্য রেখে করতে হবে।
৫	ধারা ৫ (৫) কোনো হাওড়, বা বিল এলাকায় শুষ্ক মৌসুমে চলাচলের জন্য সাবমারজিবল সড়ক নির্মাণ করা হইলে তাহা এমনভাবে নির্মাণ করা যাইবেনা যাতে পানি প্রবাহ ও জলজ প্রাণির চলাচল বাধগ্রস্ত হয়।	**পর্যালোচনা:** - জলাভূমিতে সাবমারজিবল সড়কসহ যে কোনো প্রকার প্রচলিত সড়ক নির্মাণ করলে শুষ্ক মৌসুমে পানি প্রবাহ ও জলজ প্রাণির চলাচল বাধগ্রস্ত হয়। এমনকি বর্ষা মৌসুমে বন্যার প্রকোপ বৃদ্ধিসহ পানি ও জলজ প্রাণির চলাচল বাধাগ্রস্ত হয় এবং বাস্তুতন্ত্র ও পরিবেশের ক্ষতি সাধিত হয়। হাওড় এলাকায় এমন উদাহরণ বিগত বছরগুলোতে দেখা গিয়েছে। - সরকারি জলমহাল আইনে এই ধারা রাখার মধ্যেমে জলাভূমিতে সড়ক নির্মাণসহ নিয়মিত উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের সুযোগ থেকে যাচ্ছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর ধারা ৬ (ঙ) মতে- *আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, জলাধার হিসাবে চিহ্নিত জায়গা ভরাট বা অন্য কোনভাবে শ্রেণী পরিবর্তন করা যাইবে না। তবে শর্ত থাকে যে, অপরিহার্য জাতীয় স্বার্থে অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণক্রমে জলাধার সম্পর্কিত বাধা-নিষেধ শিথিল করা যাইতে পারে* বলে উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু এই আইনের আওতায় পরিবেশ আইনের প্রয়োগের বিষয়গুলো একবারের জন্যও উল্লেখ করা হয়নি। - সাবমারজিবল সড়ক নির্মাণের ক্ষেত্রে রাস্তার উচ্চতাসহ নির্মাণ বিষয়ক সংশ্লিষ্ট আইনের রেফারেন্স/সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা প্রদান করা হয়নি।

ক্রম	প্রস্তাবিত বিধিমালা	পর্যালোচনা ও সুপারিশ
		সুপারিশ: - সাবমারজিবল সড়ক নির্মাণসহ অবকাঠামো নির্মাণ সংক্রান্ত ধারাসমূহ এই আইন থেকে বাতিল করতে হবে - পরিবেশ ও প্রতিবেশের উন্নয়নে সহায়ক হবে *এমন বিবেচনায়* প্রযোজ্য আইন ও বিধিমালার (যেমন, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর প্রণীত রোড ডিজাইন স্ট্যান্ডার্ডস, বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩) কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিতের মাধ্যমে জলাভূমিতে উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পাদনের বিষয়টি এই ধারায় রাখতে হবে।
৬	ধারা ৬ (৪) প্রত্যেক প্রকৃত জেলে মৎস্য আহরণের ক্ষেত্রে বলবৎ আইন, বিধি বা নির্দেশমালা দ্বারা নিষিদ্ধ নহে এইরূপ যন্ত্রাদি, পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ায় মৎস্য আহরণ করিতে পারিবেন	**পর্যালোচনা:** - এই ধারায় 'প্রত্যেক প্রকৃত জেলে' বলতে কী বুঝানো হয়েছে তা স্পষ্ট নয়। এছাড়া, জেলে এবং মৎস্যজীবী কী একই অর্থে বুঝানো হয়েছে, তা স্পষ্ট নয়। **সুপারিশ:** - 'প্রত্যেক প্রকৃত জেলে'র সংজ্ঞা সুনির্দিষ্ট ও পরিষ্কার করতে হবে। সংজ্ঞা বিষয়ক ধারার আওতায় 'প্রত্যেক প্রকৃত জেলে'র সংজ্ঞা প্রদান করতে হবে। - জেলে ও মৎস্যজীবী একই অর্থে বুঝানো হলে সেটিও সংজ্ঞা বিষয়ক ধারার আওতায় স্পষ্ট করতে হবে।
৭	ধারা ৬ (৫) সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা অধিদপ্তরের ঘোষিত নির্দেশমালা অনুসারে প্রকৃত জেলে বা মৎস্যজীবী খাঁচায় মাছ চাষ করিতে পারিবেন। তবে কোনোক্রমেই পানির প্রবাহ বন্ধ বা বাধাগ্রস্ত করা যাইবে না।	**পর্যালোচনা:** - খাঁচার সংজ্ঞা স্পষ্ট না থাকায় প্রভাবশালী ব্যক্তি ও গোষ্ঠী জলাশয়/নদী/বিলের এক পাড় থেকে অপর পাড় পর্যন্ত সম্পূর্ণ অংশে বানা/খাঁচা/বাঁধ স্থাপন করে মাছ চাষ করেন এমন উদাহরণ বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে রয়েছে যা মৎস্য প্রজাতির অবাধ চলাচল এবং প্রজনন প্রক্রিয়া ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং পানির প্রবাহমানতা বাধাগ্রস্থ করে। **সুপারিশ:** - সংজ্ঞা বিষয়ক ধারার আওতায় খাঁচার সংজ্ঞা প্রদান করতে হবে। - কোন কোন খাঁচা ব্যবহার করা যাবে এবং কিভাবে ব্যবহার করা যাবে তা এই আইনে উল্লেখ করতে হবে।
৮	ধারা ৭ (৪) উপধারা ২-তে উল্লিখিত জলমহালসমূহ ইজারার বিষয়ে সরকার সময় সময় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে।	**পর্যালোচনা:** - ইজারার বিষয়ে "সরকার" বলতে জেলা প্রশাসককে নির্দেশ করা হয়েছে কি না তা স্পষ্ট নয়। **সুপারিশ:** - "সরকার" বলতে কাকে নির্দেশ করা হয়েছে তা এই ধারায় সুনির্দিষ্ট করতে হবে।
৯	ধারা ৮: জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি	**পর্যালোচনা:** - 'জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি'তে কারা অন্তর্ভুক্ত হবেন সে বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়নি।

ক্রম	প্রস্তাবিত বিধিমালা	পর্যালোচনা ও সুপারিশ
		সুপারিশ: - 'জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি'তে কারা অন্তর্ভুক্ত হবেন সে বিষয়টি সুস্পষ্ট করতে হবে। কমিটির সদস্য হওয়ার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা সুনির্দিষ্ট করতে হবে। - এক্ষেত্রে মৎস্যজীবী জনগোষ্ঠীর সদস্য এবং স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের পরিবেশ ও মৎস বিশেষজ্ঞ এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে হবে। - 'জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি'র সিদ্ধান্তসমূহ ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।
১০	ধারা ১২ (২) সরকার ভিন্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করিলে দখল প্রদানের পূর্বেই ইজারামূল্য বাবদ সমুদয় পাওনা এক কিস্তিতে পরিশোধ করিতে হইবে।	**পর্যালোচনা:** - "সরকার ভিন্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করিলে" বলে এখানে সরকার বলতে 'জেলা প্রশাসক'কে নাকি 'জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি' কে নির্দেশ করা হয়েছে কি না তা স্পষ্ট নয়। - "দখল প্রদানের পূর্বেই ইজারামূল্য বাবদ সমুদয় পাওনা এক কিস্তিতে পরিশোধ করিতে হইবে" এই বাধ্যবাধকতা মৎস্যজীবী জনগোষ্ঠীর আর্থিক সক্ষমতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। **সুপারিশ:** - "সরকার" বলতে 'জেলা প্রশাসক'কে বা 'জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি' নির্দেশ করা হলে তা এই ধারায় সুনির্দিষ্ট করতে হবে। - আর্থিক সক্ষমতা বিবেচনায় মৎস্যজীবী জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে কিস্তির মাধ্যমে ইজারামূল্য বাবদ সমুদয় পাওনা পরিশোধের সুযোগ দিতে হবে।
১১	ধারা ১২ (৭) কোনো জলমহালে আইন বা বিধি বা সরকারের আদেশ নির্দেশ দ্বারা অনুমোদিত নয় এমন পদ্ধতিতে মৎস্য আহরণ করা যাইবেনা।	**পর্যালোচনা:** - আইন বা বিধি বা সরকারের আদেশ নির্দেশ দ্বারা অনুমোদিত নয় এমন পদ্ধতিতে মৎস্য আহরণ করা যাইবেনা বলতে বাস্তবে কোন পদ্ধতি তা স্পষ্ট করা হয়নি। উল্লেখ্য, আইনের দুর্বলতার সুযোগে ইজারা গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান/সমিতি জলাভূমিতে অবৈধ ও যান্ত্রিক পদ্ধতিতে মৎস্য সংগ্রহ করেন। অনেকক্ষেত্রে, অবৈধ জাল ব্যবহার, জলাভূমি শুকিয়ে ফেলা এবং বিষ প্রয়োগ করে মাছ ধরা হয়। ফলে মাছের প্রজনন ক্ষেত্র ও বাস্তুতন্ত্রের ব্যপক ক্ষতি সাধিত হয়। **সুপারিশ:** - যে আইন বা বিধি বা সরকারের আদেশ-নির্দেশে বৈধ ও অবৈধতার বিষয়গুলো উল্লেখ করা হয়েছে (যেমন বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি সংরক্ষণ অধ্যাদেশ, ২০২৬ (ধারা ১৩) এবং Protection and Conservation of Fish (Amendment) Ordinance, 2025) সেই আইন বা বিধি বা সরকারের আদেশ-নির্দেশ সুস্পষ্টভাবে এই ধারায় উল্লেখ করতে হবে।

ক্রম	প্রস্তাবিত বিধিমালা	পর্যালোচনা ও সুপারিশ
১২	ধারা ১২ (১০) জনসাধারণের পথাধিকার, প্রথাগত অধিকার, গবাদিপশুর পানীয় জল এবং গোসলের অধিকার এবং সেচ কার্যের জন্য পানির অধিকার ক্ষুন্ন বা সংকুচিত করা যাইবেনা।	**পর্যালোচনাঃ** - এই ধারাটি ধারা ২ (১৩) এর সাথে পরস্পরবিরোধী। কারণ মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সদস্য-বহিঃর্ভুত ব্যক্তিদের জলাভূমি ইজারা প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভূক্ত হওয়ার সুযোগ নেই। বিশেষ করে, ধারা ২ (১৩) এর মাধ্যেমে জনগণের বিশেষ করে "মৎস্য অধিদপ্তর থেকে নিবন্ধিত না হওয়া মৎস্যজীবী এবং স্থানীয় জেলেদের "প্রথাগত অধিকার" খর্ব করা হয়েছে। - এছাড়া, ইজারা প্রাপ্ত সমিতি ও সংশ্লিষ্ট স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিরা জলমহাল ইজারা গ্রহণের পর সেই জলমহালের পানি গোসল, গৃহস্থ্য কাজ ও সেচ ব্যবহার জন্য উত্তোলনে বাধা প্রদান করেন। - অধিকাংশ জলমহালে পানির উপরে নেট/কারেন্ট জাল দিয়ে ঘেরাও করে রাখা হয় যেন মাছকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণকারী পাখি প্রজাতি ও হাঁস সেই জলাভূমিতে নামতে না পারে এবং মাছ খেতে না পারে। **সুপারিশঃ** - মৎস্য অধিদপ্তরে অনিবন্ধিত এবং মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সদস্য-বহিঃর্ভুত জেলে ও মৎস্যজীবী ব্যক্তিদের এই আইনের মাধ্যেমে জলমহাল ইজারা প্রক্রিয়ায় কার্যকর ভাবে অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ সৃষ্টি এবং তাদের কাস্টমারি রাইটস/প্রথাগত অধিকার নিশ্চিত করে তবেই এই ধারাটি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। - বন্যপ্রাণি ও পাখিদেরকে জলমহাল থেকে তাদের খাবার সংগ্রহে বাধাগ্রস্ত করা যাবে না এমন একটি ধারা এই আইনে উল্লেখ করতে হবে।
১৩	ধারা ১৫ (১) ইজারার মেয়াদ ইজারা বর্ষের যে তারিখেই শুরু হোক না কেনো, উহা ইজারা মেয়াদের শেষ বর্ষের চৈত্রের শেষ দিন সূর্যাস্তের সাথে সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ইজারার মেয়াদ শেষ হইয়া যাইবে এবং জলমহালের দখল স্বয়ংক্রিয়ভাবে সরকারের উপর অর্পিত হইবে।	**সুপারিশঃ** - মেয়াদ শেষের পর ইজারা গ্রহণকারীর "জলমহালে যে কোন প্রকার কার্যক্রম নিষিদ্ধ হইবে" এমন একটি ধারা যুক্ত করতে হবে।
১৪	ধারা ১৯ (১) কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, সংস্থা, সমিতি বা সংঘ এই অধ্যাদেশের কোনো বিধান লঙ্ঘন করিলে ২ (দুই) বৎসর মেয়াদ পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদন্ড বা ১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ) টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।	**পর্যালোচনাঃ** - এই ধারার বিষয়টি সাধারণ জনগণের উপরও প্রযোজ্য হবে কি না তা স্পষ্ট নয়? "কোনো ব্যক্তি" বলতে এখানে কাদের বুঝানো হয়েছে তাও পরিষ্কার নয়? বিশেষকরে, জলমহাল ইজারা প্রদান নিয়ে স্থানীয় পর্যায়ে বিবাদের ক্ষেত্রে "কোনো ব্যক্তি" এই শব্দটির অপব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। **সুপারিশঃ** - এই ধারার "কোনো ব্যক্তি" বলতে কাদের বুঝানো হয়েছে তা স্পষ্ট করতে হবে।

****